বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ
তারিখ 21 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

ঝিনাইদহের দু'সহস্রাধিক শিক্ষক কর্মচারী ঈদের আগে বেতন পাননি

ঝিনাইদহ, ১৯শে জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।--রূপালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণে ঝিনাইদহ জেলার ছয়টি উপজেলার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা ঈদুল আজহার আগে তাদের জুন '৮৯ মাসের বেতন বাবদ সরকারী অনুদানের টাকা পাননি। ফলে জেলার ১৮৩টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দু'সহস্রাধিক শিক্ষক কর্মচারী পবিত্র ঈদুল আজহায় চরম আর্থিক দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

প্রাপ্ত অভিযোগে জানা গেছে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ সরকার অনুদান হিসেবে প্রদান করে থাকে। বাকী ৩০ ভাগ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেয়। ঝিনাইদহ জেলায় ১৮৩টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি কলেজ, ৯৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৬টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪৫টি মাদ্রাসা। এ সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা দু' সহস্রাধিক। প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই বেতন নিয়মিত নয়। দু'একটি বাদে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ৫ থেকে ৭ মাস বাকী। অনেক প্রতিষ্ঠানে বেতনের সরকারী অংশই (৭০ ভাগ) শিক্ষকদের ভরসা। তাছাড়া গত ১৪ই জুলাই ছিল পবিত্র ঈদুল আজহা। এ উপলক্ষে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীদের এক মাসের (জুন '৮৯) বেতন বাবদ সরকারী অনুদানের চেক ১১-৭-৮৯ তারিখে সোনালী অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয় এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুদান উত্তোলনের জন্য বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রধানগণকে নিজ নিজ ব্যাংক শাখার সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

ঝিনাইদহ জেলার ১৮৩টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে অনুদানের অর্থ উত্তোলন করে। ঈদুল আজহার আগে জেলার কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই অনুদানের অর্থ উত্তোলন করতে পারেনি। এমনকি এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (১৮-৭-৮৯) জেলার রূপালী ব্যাংকের কোন শাখাতেই অনুদানের টাকা আসেনি বলে রূপালী ব্যাংকের শাখা ম্যানেজারগণ জানিয়েছেন। শিক্ষকদের অভিযোগ 'শুধু এবারেই নয়, প্রতিটি কিস্তি প্রদানের সময়েই রূপালী ব্যাংকের শাখা ম্যানেজারগণ প্রধান কার্যালয়ে চেক হস্তান্তরের ১০ থেকে ১৫ দিন পর ছাড়া টাকা আসার কথা স্বীকার করেন না। ফলে প্রতিবারেই শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুদানের টাকা পেতে দেরী হয়।